International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
ISJN: A4372-3144 (Online) ISJN: A4372-3145 (Print)
Volume-III, Issue-VI, July 2017, Page No. 18-23
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

চীনের জাপবিরোধী লাল নাটক ও পশ্চিমবঙ্গের পথনাটকের সূচনাপর্ব

দানী কর্মকার
স্টেট সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, নাটক বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Bengali Street Theatre Movement was most inspired by The China's 'Red Theatre'. In the thirty-decade all over the world and in India, horrible conditions were created. In Italy, Japan, Germany, Spanish were emerged of fascism. On 1939, September 1, World War II began. At that time, in India there have come to come various information's and many plays related to the red drama of China. These information and plays created a deep resonance in the minds of students. Edgar Snow's 'Red Star over China' was grown up the interest to create in such plays. Students have walked, played and performed in the villages taking with nominal equipment, to spreading anti-Japanese sentiments in the mind of the people. They launched raids in villages for demanding independence and against fascism, and war.

Key Words: China, Red Theatre, West Bengal, Street Theatre, Patha Natok.

আধুনিক পথনাটকের উদ্ভব বিংশ শতাব্দীতে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব মঞ্চের হাতিয়ার হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছে। কোন প্রসেনিয়াম মঞ্চ এর বিকল্প হিসেবে শুরু হয়নি। যখনই শ্রমিক আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে তখনই নাটক পথে নেমে এসেছে। পথনাটক তাই শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি, নির্যাতিত, শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার। রাষ্ট্রের সংকটময় পরিস্থিতিতে, রাষ্টের জনবিরোধী অপশাসনের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে দেশে দেশে এর আত্মপ্রকাশ হয়েছে।

আফ্রিকায় জাতীয় মুক্তির দিনে, আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে, কিউবায় বিপ্লবের দিনে, চীনে মুক্তিযুদ্ধের দিনে, নিগ্রোদের শোষণ মুক্তির দিনে, রাশিয়ার যুদ্ধের দিনে, লাতিন আমেরিকা সংগ্রামের দিনে, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে ও অনির্দেশীয় সংকটকালে, ভিয়েতনামে বিদেশি আক্রমণের বিরুদ্ধে পথনাটকের অনিবার্য আবির্ভাব ঘটেছে। এই হাতিয়ার দেশে দেশে রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। যা আজও প্রবাহমান। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত এই বাংলায় পথনাটকের আবির্ভাব এর ব্যতিক্রম নয়।

তিরিশের দশকে সারা বিশ্বে এবং ভারতবর্ষে নানা দিক দিয়ে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়। ইতালিতে, জাপানে, জার্মানিতে, স্পেনে ফ্যাসিবাদের উত্থান হয়। এই দশকেই পশ্চিমবঙ্গে পথনাটকের সূত্রপাত। যার মূল প্রেরণা এসেছে চীন দেশ থেকে। এডোগার স্নো-র লেখা 'রেড স্টার ওভার চায়না' (Red star over china by Edgar Snow), এপ স্টাইন-এর 'গেরিলা ওয়ার' ও লুই স্ট্রং- এর লেখা গ্রন্থ এদেশের ছাত্রদের হাতে আসতে থাকে। চীনের মুক্তিবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সঙ্গে নাটক করতেন। নাটক করতে গিয়ে অনেকে খুন হয়েছে। এই তথ্যগুলি তখনকার ছাত্রদের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেখান থেকে প্রেরণা পেয়ে তাঁরাও এদেশে গণনাট্য

আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার দাবিতে এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে তাঁরা অভিমান চালায়।

সজল রায় চৌধুরী লিখেছে,

> ".....এই পথনাটক করার প্রেরণা আমরা বোধ হয় সবাই পেয়েছিলাম চীনের কাছ থেকে। আমরা পড়েছিলাম, শুনেছিলাম যে, চীনের মুক্তিবাহিনী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে নাটক করেন এবং নাটক করতে করতে অনেক শিল্পী দুশমনদের হাতে খুন হয়েছেন। চীনের এই দৃষ্টান্ত আমাদের অনুপ্রাণিত করত।"[১]

গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ দয়াল কুমারের একটি লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, বাংলাতে ছাত্রদের মধে চীনের গণ নাটক সংক্রান্ত নানা তথ্য ও নাটক এদেশে আসতে থাকে। চীনের গণ নাটক সম্পর্কে এডগার স্নো র-'রেড স্টার ওভার চায়না' গ্রন্থটি পড়ে তাঁদের মনে ঐ ধরনের নাটক করার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। হুগলী জেলার ছাত্র ফেডারেশন দয়াল কুমারকে দিয়ে একটি নাটক লেখান। নাটকটির নাম ছিল- 'মুক্তির অভিযান' (১৯৩৮)। নাটকটি ছাত্ররা অ্যাডাল্ট এডুকেশন ব্রিগেড গড়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে অভিনয় করেন। এই নাটকটিকেই তিনি বাংলা দেশের প্রথম গণ নাটক বলে দাবি করেছেন।

সীমা সরকার লিখেছেন,

> "এ দেশেও ছাত্র সংগঠন গণ নাটকের মাধ্যমে গণ চেতনাকে জাগ্রত করার কাছে এগিয়ে গেলেন। রাজনীতির একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রলেতারীয় কর্তব্যের সাহিত্যিক অভিব্যক্তিরূপে গণ নাটকের প্রথম আবির্ভাব সূচিত করল 'মুক্তির অভিযান' নাটকটি।"[২]

দয়াল কুমার রচিত 'আলোর পথে' (১৯৩৮) নাটকটি করতে গিয়ে বর্ধমানের কিছু ছাত্র গ্রেপ্তার হন ও কারারুদ্ধ হন। জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের 'ভাঙা চাকা' (১৯৩৬) নাটকের কথাও জানা যায়। তবে নাটকটি প্রযোজিত হয়েছিল বলে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। ১ লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই বছরের শেষ দিকে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একত্র হয়ে গড়ে তোলেন 'ইউথ কালচারাল ইনস্টিটিউট' (Y.C.I)। এঁরা বেশ কিছু নাটক প্রযোজনা করেন। এর মধ্যে একটি হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দেবব্রত বসুর লেখা নাটক 'ইন দ্য হার্ট অফ চায়না' (চীনের অভ্যন্তরে)। ওভারটুন হলে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। চীনের ১৯৩৭ সালের 'মার্কো পোলো ব্রিজের' ঘটনাটিকে অবলম্বন করে নাটকটি রচিত হয়েছিল। এই নাটকে অভিনয় করেন কমল বসু, তথা চক্রবর্তী, রমেন রায়, রমা গোস্বামী প্রমুখ। অভিনয়ের দিন দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার কনসাল জেনারেল। মঞ্চসজ্জার জন্য চীনা পোস্টার ব্যবহার করা হয়। কিন্তু চীনা ভাষা না জানার জন্য তা ঝোলানো হয়েছিল উলটো করে। চীনা নাবিক সংঘের মাধ্যমে চীনা টাউন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল চীনা পোশাক-পরিচ্ছদ। উল্লেখ্য যে, সেসময় মেয়েদের নাটকের হাসপাতাল দৃশ্যে তাঁদেরকে দিয়ে নার্সের ভূমিকায় অভিনয় কভিনয় করাকে খারাপ ভাবে নেওয়া হত। কিন্তু প্রগতিশীল মেয়েরা অভিনয়ে আগ্রহ দেখায়।

দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের পথনাটকের মূল প্রেরণা এসেছে চীন থেকে। স্বাধীনতা পূর্বকালে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হিসেবেই এর আবির্ভাব। বাংলা পথনাটক আন্দোলন সূত্রপাতের পেছনে চীনের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার লাল ফৌজের লাল নাটক সর্বাধিক অনুপ্রাণিত করেছিল। লাল নাটকের মতোই এদেশের ছাত্র ফেডারেশন ও তাদের কালচারাল স্কোয়াডগুলি গ্রামে গ্রামে অভিযান চালিয়ে ফ্যাসীবিরোধী বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিল। সেইদিক দিয়ে চীনের লাল নাটকের স্বরূপ জানা আমাদের প্রয়োজন। আর এর মধ্যে দিয়েই পশ্চিমবঙ্গের পথনাটকের চরিত্র আমাদের কাছে অনায়াসে উঠে আসবে।

তিরিশের দশক চীনের জাপবিরোধী পথনাটকের দশক। ১৯৩১ সালে চীনে একদিকে চিয়াং কাই শেক বাহিনীর অত্যাচার। অন্যদিকে জাপানি আক্রমণ। চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে করে তোলে ভয়াবহ। এই বছর কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা জিয়াংসিতে 'চাইনিজ সোভিয়েত রিপাবলিক' প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছর বামপন্থী নাট্যশিল্পীরা গড়ে তোলেন 'লিগ অব লেফট উইং ড্রামাটিস্ট'। এই দলটি সমসাময়িক সমাজ ও রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে নাটক করতে থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে চীনেই লাল নাটকের দল লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কৃষকের মধ্যে আলোড়ন তুলতে পেরেছিল। ১৯৩১ সালে কিয়াংসিতে নাটকের গ্রুপ প্রথম চালু হয়। মিস ওয়-কুঙ-চিহ (Miss Wai-Kung-Chih) ছিলেন People's Anti-Japanese Dramatic Society- এর পরিচালক। তিনি ১৯০৭ সালে Honan-এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে ইউরোপে পাঠান; ফ্রান্সে এবং পরে মস্কোতে তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন। দেশে ফিরে এসে কিয়াংসিতে গোর্কি স্কুলের ১০০০ ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে ষাটটি দল গঠন করেন। এইসময় ষাটটি নাটকের দল গ্রামে ও শহরে জনমত সংগঠিত করতে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামের লোকেরাই তাঁদের খাওয়া-দাওয়া ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করতেন। নাটক অভিনয়ের সময় মঞ্চে লেখা থাকত 'পিপলস এ্যান্টি জাপানিজ ড্রামাটিক সোসাইটি'। লাল নাট্যদলের এইসব নাটক বহু ক্ষেত্রে সীমান্তের সৈনিকরাও দেখতেন।

১৯৩৪ সালে মাও জে দঙ-এর (Mao Zedong, ১৯৯৩-১৯৭৬) নেতৃত্বে ঐতিহাসিক পদযাত্রা বা লং মার্চ সংগঠিত হয়। এইরকম ঐতিহাসিক মুহূর্তে লাল ফৌজের গেরিলা বাহিনী পথনাটক নিয়ে গ্রামে গ্রামে মাঠে ঘাটে অভিনয় করতে থাকেন। এই নাট্যবাহিনীকে বলা হত লাল নাটকের দল বা Red Theatre। মুক্ত মঞ্চে খোলা আকাশের নীচে নাটকগুলি অভিনীত হত। সাধারণ মানুষের মধ্যে গণশিক্ষার প্রচার করতেই তাঁরা এই কাজ করতেন। নাটকগুলি প্রযোজনা করতেন 'জাপ বিরোধী গণনাট্য সমিতি'। দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকতেন সৈন্যরা, কাঠের মিস্ত্রি, গ্রামবাসী ও কারখানার শ্রমিকরা। দর্শকের এই উপস্থিতিকে এডগার স্নো বলেছেন, "Democratic gathering"। নাটক দেখার জন্য কোন বিনিময় মূল্য থাকত না। দর্শকের বসার জন্য কোন নির্দিষ্ট আসনও থাকত না। পুরনো মন্দির প্রাঙ্গণে, নদীর তীরে ঘাসে ভরা মাঠে এই নাটকগুলি অভিনীত হত। এই রেড থিয়েটার ভীত সন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষের মনে জাগিয়ে তুলত আশা।

Edger Snow লাল নাটক সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন,

"What surprised me about these dramatic 'clubs' was that, equipped with so little, they were able to meet a genuine social need. They had the scantest properties and costumes, yet with these primitive materials they managed to produce the authentic illusion of drama. The players only their food and clothing and small living allowances, but they studied every day, like all Communists, and they believed themselves to be working for China and the Chinese people. They slept anywhere, cheerfully ate what was provided for them, walked long distances from village to village."[৩]

জাপানির আক্রমণের বিরুদ্ধে জন সাধারণের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এই নাট্যদলগুলির অবদান অনস্বীকার্য। পলিট ব্যুরোর সম্পাদক লো ফু (Lu Fu), লিন সু হাস (Lin Thu-Han), লিনপিয়াও (Lin Piao) প্রমুখ প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নিয়ে মাও যে দঙ (Mao Tse-tung) একসঙ্গে মাটিতে বসে এই নাটকগুলি দেখেছেন। এইসময়ের কয়েকটি বিখ্যাত নাটক হল— 'অন দ্য ফায়ারিং লাইন', 'অন দ্য ব্যাঙ্কাস অব দ্য হোয়াং পো', 'অ্যারেস্ট দ্য ট্রেইটার্স', 'জাপানিজ মোস্টাচ', 'দ্য ব্যাটল অব পিংসি পাস', 'ফাইনাল ভিক্টরি', 'ড্রিম অব পিপিং', ডিফেন্স অব দ্য ভিলেজ' প্রভৃতি।

Edger Snow লিখেছেন,

> *"Across the stage was a big pink curtain of silk, with the words "people's Anti-Japanese Dramatic Society' in Chinese characters as well as Latinized Chinese, which the Reds were promoting to hasten mass education. The program was to last three hours. It proved to be a combination of play lets, dancing, singing, and pantomime – a kind of variety show, or vaudeville, given unity by two central themes: anti-Nipponism and revolution. It was full of overt propaganda and the props were primitive."*[৪]

রেড থিয়েটারের এই কর্মকাণ্ড বাংলার ছাত্র ফেডারেশনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। ছাত্ররা সামান্য উপকরণ নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম হেঁটেছেন, অভিনয় করেছেন, গান গেয়েছেন শুধুমাত্র দেশবাসীর মনে জাপবিরোধী মনোভাব ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

১৯৩৭ সালে 'মার্কো পোলো ব্রিজের' (Marco Polo Bridge) ঘটনাটি জাপানের প্রতি চীনের পূর্ণ মাত্রায় জাপবিরোধী মনোভাব গভীরতর করে। এই ঘটনার এক মাসের মধ্যে 'মার্কো পোলো ব্রিজের' ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয় 'Defend Marco Polo Bridge' নাটক। ১৩টি জাপবিরোধী নাট্যদল সারা দেশে জাপবিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে এগিয়ে আসে। কিছু দল সাংহাইতে (Shanghai) আর কিছু দল দেশের বিভিন্ন স্থানে জাপবিরোধী নাটকের মধ্যে দিয়ে মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে চেষ্টা করে। ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩৭ সালে Guo Moruo-র সভাপতিত্বে হুবেই (Hubei) প্রদেশের Hankou-তে গঠিত হয় 'All-China Anti-Japanese Federation of Dramatists'। History Textbooks and the Wars in Asia: Divided Memories গ্রন্থে জানা যায়,

> "The Marco Polo Bridge Incident (Lugouqiao Shibian) marked the beginning of Japan's full-scale invasion of China 1937 and followed a pattern similar to the earlier, the Manchurian Incident. . . the Japanese troops manufactured the Marco Polo Bridge Incident, occupied Marco Polo Bridge, the gateway from Beijing to the hinterland, and surrounded the city of Beijing (known today as Beijing). Japan used the Marco Polo Bridge Incident as a starting point for launching an all-out against China…"[৫]

এই নাট্য আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করেই ১৯৩৪-৩৫ সালে লং মার্চ চলাকালীন চীনের সানসি প্রদেশের ইয়েনানে গড়ে ওঠে স্থায়ী নাট্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সেখানেই ১৯৪২ সালের মে মাসে মাও যে দঙ সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে ইয়েনান ফোরামে তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতা দেন। তিনি বলেছেন,

> *"In our struggle for the liberation of the Chinese people there are various fronts, two of which are: the civilians' front and the soldiers' front, or the cultural front and the military front. To defeat the enemy we must rely primarily on armed troops. But this is not enough; we also need a cultural army which is absolutely indispensable for our own unity and the defeat of the enemy. Since the May 4 Movement of 1919 this cultural army has taken shape in China and has contributed to the Chinese revolution by gradually reducing the domain and weakening the influence of feudal culture and of comrador culture which serves imperialist aggression."*[৬]

ইয়েনান বক্তৃতায় মাও জে দঙ স্বীকার করেছিলেন, মিলিটারি ফ্রন্টের মতো সাংস্কৃতিক ফ্রন্টও ছিল আর একটি ফ্রন্ট। জন মুক্তির ক্ষেত্রে দুই ফ্রন্টই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলা পথনাটক আন্দোলন এখান থেকেই প্রেরণা লাভ করে। ভারতবর্ষের ছাত্র ফেডারেশন ও তাদের কালচারাল স্কোয়াডগুলি গ্রামে গ্রামে অভিযান চালিয়ে ফ্যাসীবিরোধী বার্তা ছড়িয়ে দেয়।

১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে জন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে চীনে প্রতিষ্ঠা পায় পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না। এই পরিবর্তনে এই নাট্যদলগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এডগার স্নো এই ব্যাপারে ছিলেন একমত, তিনি লিখেছেন,

> *"There was no more powerful weapon of propaganda in the Communist movement than the Reds' dramatic troupes, and none more subtly manipulated."*[৭]

চীনের এই 'রেড থিয়েটার' বাংলা পথনাটকের ভিত্তিপ্রস্তর করেছিল। চীনের গণনাট্যকর্মীরা স্লোগান তুলেছিলেন 'সেভ দ্য নেশন থ্রু ডামা'। তাঁরা নিজেদেরকে নাট্যকর্মী বলতেন না বলতেন 'নাট্যসৈনিক'। চিনে সেই সময় এঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ। ১৯৩৮ সালে চীনা নাটকের উৎসব দিবস ১০ অক্টোবরকে জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এইসব সংবাদ এ দেশের প্রগতিশীল ছাত্র যুবাদের মধ্যে ভীষণভাবে অনুপ্রেরণা দেয়। বাংলা পথনাটকের পথিকৃৎ দয়ালকুমার তাঁর লেখাতেও তা উল্লেখ করেছেন। সেইসময় চীনের জাপবিরোধী বহু নাটক এদেশে আসতে থাকে। এইরকম একটি নাটক ছিল 'স্ট্রেঞ্জ মিটিং' (Strange Meeting)। নাটকটি লিখেছিলেন চীনের লাল নাটকের উদীয়মান লেখিকা তিঙ লিঙ (Ting Ling)। ১৯৪৩ সালের ২৫ মে বোম্বাইয়ের মাড়ওয়ারি বিদ্যালয় হলে কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা হিসাবে গণনাট্য সংঘ গড়ে ওঠার পরে বোম্বাইয়ের গণনাট্য সংঘ চীনের গণনাটক 'স্ট্রেঞ্জ মিটিং' ইংরেজিতে অভিনয় করেন। ঐ বছরই গণনাট্য থেকে প্রকাশিত হয় দুটি ইংরেজি নাটক 'বোর চায়না' ও 'ফোর কমরেডস'। ১৯৪২ সালের ৭ জুলাই চীন দিবস উপলক্ষে ছাত্র ফেডারেশন সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত 'জাপানকে রুখতে হবে' (১৯৪২) নাটকটি অভিনয় করে। এই নাটকটি লাল নাটকের অনুপ্রেরণায় গ্রামে গ্রামে, হাটে মাঠে অভিনীত হয়। ছাত্র ফেডারেশন কলকাতার জাঠা জেলায় গিয়ে এই নাটক অভিনয় করেন। 'জাপানকে রুখতে হবে' (১৯৪২) নাটকের পাশাপাশি 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই' (১৯৪২) ও 'প্রতিরোধ' (১৯৪২) নাটকগুলিও অভিনীত হয়। মণিপুর সীমান্তে জাপান আক্রমণের সময় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য একটি নাটক লিখে ছিলেন। নাটকটির নাম জানা যায়নি। ১৯৪৪ সালের মে-জুন মাসে আসাম ভ্রমণের সময় কলকাতার ছাত্র ফেডারেশন এই নাটকটি অভিনয় করেন। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে বরিশাল জেলার চতুর্থ সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে পূর্ণেন্দু দস্তিদারের জাপবিরোধী নাটক 'পতেঙ্গার প্রতিশোধ' (৩রা আগষ্ট ১৯৪২) ও সুবোধ ঘোষের 'কর্ণফুলির ডাক' (১৯৪২-৪৩) নাটক দুটি অভিনীত হয়। ১৬ ও ১৭ অক্টোবর বরিশাল জেলার ১৪ টি গ্রামে ও চট্টোগ্রামে প্রায় ১০ হাজার মানুষের সামনে 'কর্ণফুলির ডাক' (১৯৪২-৪৩) নাটকটি অভিনীত হওয়। ১৭ অক্টোবর ফটিকা গ্রামের জমিদার বাড়িতে অভিনীত হয় 'জাপানকে রুখতে হবে' নাটকটি। ১৯৪২ সালেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে 'এক হও' (১৯৪২-৪৩) নাটকটি অভিনয় করেন ছাত্র ফেডারেশন।

তথ্যসূত্র:

১। রায়চৌধুরী সজল, গ্রুপ থিয়েটার, ৯ বর্ষ ২ সংখ্যা, পৃ ১৭৩-১৭৪
২। সরকার সীমা, পথের নাটক, প্রমা, পৃ ২১
৩। Snow Edger, Red Theatre Jan Cohen-Cruz, Redical Street Performance: An International Anthology, Routledge, 05-Nov-2013, p.29

৪। Snow Edger, Red Theatre, Jan Cohen-Cruz, Redical Street Performance: An International Anthology, Routledge, 05-Nov-2013, p. 27
৫। Gi- Wook Shin, Daniel C. Sneider, History Textbooks and the wars in Asia: Divided Memories, Routledge, 11-Feb-2011, P. 142
৬। Zedond Mao, Talks at the Yeanan Forum on Art and Literature (May !942), Mao Zedong: His Thoughts and Works, Mukherjee Subrata, Ramaswamy Sushila, Deep and Deep Publications, 01-Jan-1998 p. 225
৭। Snow Edger Red Theatre, Jan Cohen-Cruz, Redical Street Performance: An International Anthology, Routledge, 05-Nov-2013, p. 29.